৩০-০৩-১৮ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি প্রিয় বাচ্চারা :- তোমাদের হল রুহানী স্মরণের যাত্রা, তোমাদের শরীরকে কোনো কষ্ট দিতে হবে না, চলতে - ফিরতে, উঠতে - বসতে বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করো"

প্রশ্ন :- কোন্ বাচ্চাদের সর্বদা খুশী থাকে ? স্থায়ী খুশী না থাকার কারণ কি ?

উত্তর :- যারা পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীরের থেকে মমত্ব ত্যাগ করে বাবা আর তাঁর অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করে, তাদেরই স্থায়ী খুশী থাকে । যাদের স্মরণের যাত্রায় মায়ার তুফান আসে, অবস্থা শীতল হয়ে যায়, তাদের খুশী স্থায়ী থাকে না । ২) যতক্ষণ না ভবিষ্যতের রাজত্ব নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছ, ততক্ষণ খুশী কায়েম থাকতে পারে না ।

গীত :- আমাদের সেই পথেই চলতে হবে, যেথায় মোরা পড়ব উঠবো আবার নেবোও সামলিয়ে
আমরা হলাম সেই দীপ যাকে অন্যদের জন্য জ্বলতে হবে .....

ওম্ শান্তি । এই কথা বাবা বাচ্চাদের বলছেন, এ তো বোঝার কথা । এতো সন্তান এক প্রজাপিতা ব্রহ্মার ছাড়া আর কারোর হয় না । কৃষ্ণকে কখনো প্রজাপিতা বলা হয় না । নামের গায়ন আছে না ! প্রজাপিতা ব্রহ্মা। যা হয়ে গেছে, তাই এখন উপস্থিত । তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান ব্রহ্মাকুমার - কুমারীরা অনেক । এরা সবাই প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান । তাহলে অবশ্যই প্রজাপিতা ব্রহ্মারও কোনো বাবা আছেন । বাচ্চারা জানে যে আমাদের ঠাকুরদাদা হলেন পরম পিতা পরমাত্মা শিব । তিনি এখন নতুন দুনিয়ার রচনা করছেন অর্থাৎ পুরানো দুনিয়াকে নতুনে পরিবর্তিত করছেন । এই পুরানো দুনিয়াতে এই শরীরও হলো পুরানো । নতুন দুনিয়াতে সতোপ্রধান নতুন শরীর হয় । তা কিভাবে হয় - এই লক্ষ্মী - নারায়ণকে দেখো । এই হলো নতুন দুনিয়ার নতুন শরীর । এদের মহিমা ভারতবাসী জানে। এঁরা স্বর্গের নতুন দুনিয়া, নতুন বিশ্বের মালিক । যা নতুন দুনিয়া ছিলো তাই এখন পুরানো হয়ে গেছে । ৮৪ জন্ম নিতে হয়, তাই না । এরও সম্পূর্ণ হিসেব আছে । কারা সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম নেয় ? সবাই তো তা নেয় না । ৮৪ জন্ম কেবল তারাই নেয় যাদের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পার্ট থাকে । যারা প্রথমে এই সৃষ্টিতে ছিলো । প্রত্যেকটি কথা প্রিয় বাচ্চাদের তো ধারণ করতে হবে । এখানে কোনো মানুষই মানুষকে বোঝায় না, এখানে তো নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা মনুষ্য শরীরে বসে বোঝান । এটাই হল তাঁর মহানতা । তিনি যদি না বোঝাতেন তাহলে আমরা কিছুই জানতাম না । আমরা তো সম্পূর্ণ তুচ্ছ বুদ্ধির ছিলাম । এখন আমরা এই রচয়িতা আর রচনার আদি - মধ্য আর অন্তকে জেনেছি । তারা কে বা কারা ---- এই বেহদের ড্রামায় সবথেকে মুখ্য পার্টধারী কে কে । এই অবিনাশী ড্রামা বানানো এক ড্রামা । গাওয়া হয় ---- বানানো আছে এবং বানানো হচ্ছে ---- --এই গায়ন ভক্তিমার্গে করে কিন্তু এ এখন বোঝানো হয় যে, এই ড্রামার খেলা কিভাবে বানানো হয়েছে ।

বাবা বসে বোঝান, প্রিয় বাচ্চারা, এ তো তোমরা জেনেই গেছো যে তোমাদের যাত্রায় যেতে হবে । মানুষ খুব কষ্ট সহ্য করে যাত্রায় যায় । এখন তো এরোপ্লেন বা ট্রেনে তা খুবই সহজ হয়ে গেছে । আগে তো মানুষ পায়ে হেঁটে যাত্রায় যেতো । চলতে চলতে ঝড়ও আসতো । মানুষ বেহাল হয়ে যেতো । তখন কেউ কেউ আবার ফিরেও আসতো । তো অর্দ্ধ কল্প, দ্বাপর যুগ থেকে শুরু করে শরীরের

যাত্রা চলে আসছে । ভক্তিমার্গে মানুষ কেন যাত্রায় যায় ? ভগবানকে খুঁজতে । ভগবান তো কোথাও বসে নেই । ভগবানের জড় চিত্রের পূজা করা হয় । যারা অতীতে থেকে গেছে, মানুষ তাদেরই জড় চিত্র বানায় । চৈতন্যতে তো ভগবানকে পাওয়া যায় না । শিবলিঙ্গ আদি, এ সবই জড় চিত্র । এই জড় চিত্রকে দেখার জন্য মানুষ যাত্রা করে । এ হলো ভক্তিমার্গের এক রীতি - রেওয়াজ । সবই জানে কিন্তু কারোর বায়োগ্রাফি জানে না যের ইনি কে বা কবে এসেছেন ? শিব জয়ন্তীও পালন করা হয় কিন্তু তাঁকেও কেউ জানে না । আজকাল তো এইসব উৎসবের গুরুত্ব কমে গিয়েছে,কেননা এর নাম - রূপ ইত্যাদি প্রায় লোপ হয়ে যাবে । এখন তোমরা জানো যে উঁচুর থেকে উঁচু হলেন জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর । সাগর থেকেই এখন তোমরা জ্ঞান পাচ্ছো । সেই বেহদের বাবাই এখন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত আছেন । অমরনাথও তো শিব বাবা, তাই না! দেখানো হয় যে, বরফের লিঙ্গ হয়ে যায় । মানুষকে ঠকানোর জন্য গালগল্প তো অনেক বানানো হয়েছে । তো সেই শরীরের যাত্রায় অনেক পরিশ্রম হয় । এ হলো রুহানী যাত্রা, এতে শরীরের কোনো পরিশ্রম নেই । তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো যে, তোমরা বেহদের বাবার সন্তান । ভক্তিমার্গে মানুষ জন্ম - জন্মান্তর ধরে স্মরণ করে এসেছে । এখন তোমাদের স্মৃতি এসেছে । বাবা বলেন যে, তোমরা ৬৩ জন্ম খুঁজতে খুঁজতে নামতে থেকেছ । প্রথমে একদম কড়ি তুল্য ভক্তি করতে L তাও তো এই দুনিয়াকে তমোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে । ঝাড়কে (বৃক্ষ) তো অবশ্যই বৃদ্ধি পায় । একজন মানুষও আমার কাছে ফিরে আসতে পারে না । নাটকে সবাইকে নিজের নিজের অভিনয় করতে হবে । সতো, রজো এবং তমোতে অবশ্যই আসতে হবে । নাম্বার ওয়ানের উদাহরণ নাও । এক নম্বর লক্ষ্মী - নারায়ণ সতোপ্রধান ছিলেন, এখন তমোপ্রধান । যাঁর মধ্যে আবার শিব বাবা প্রবেশ করেছেন, কেননা এনাকেই আবার এক নম্বর হতে হবে । এর সাথে মাকেও রাখা হয় । মায়েদেরই তো উত্তরণ হয় । প্রথমে লক্ষ্মী তারপর নারায়ণ, মায়েদের নামই উচ্চ করা হয় । মাতা সর্বদাই পতিব্রতা হয় । পুরুষ কখনোই পত্নীব্রতা হয় না । বন্দে মাতরম্ --- বলা হয় । এই সময় তোমরা বাবার হয়েছ । তাহলে তোমরা হয়ে গেলে ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । মাতা - গুরু ছাড়া কখনোই কারোর উদ্ধার হয় না । গুরু তো অনেক আছে । তবুও কলিযুগে ঘোর অন্ধকার হয়ে গেছে । এখানে কতো গুরু - গোঁসাই আছে । হরিদ্বার ইত্যাদি কোথায় কোথায় তাদের মন্দির বানানো আছে । না হলে বাস্তবে মন্দির তাকেই বলা হয় যেখানে দেবতারা থাকেন । সন্ন্যাসীদের কখনো মন্দির হয় না । মন্দিরে তো দেবতারাই থাকেন কেননা তাঁদের আত্মা এবং শরীর দুইই পবিত্র । এই মহাত্মাদের যদিও বা আত্মা পবিত্র কিন্তু তারা পবিত্র শরীর পেতে পারেন না কেননা এখানে তত্বও তমোপ্রধান । এখন তোমরা দেবতা হচ্ছো । তোমাদের দেবতা বানাচ্ছেন পরমপিতা পরমাত্মা । এ হলো সতোপ্রধান সন্ন্যাস । ওদের হলো রজোপ্রধান সন্ন্যাস । এ কথা বাবা ছাড়া কেউই শেখাতে পারেন না । তাই বাবা বুঝিয়েছেন যে, ওদের হলো শরীরের যাত্রা আর তোমাদের রুহানী যাত্রা । এতে কর্মেন্দ্রিয়র কোনো কাজই নেই, কোনো পরিশ্রমের কথাই নেই । এ খুবই সহজ । ওই শরীরের যাত্রা অনেক প্রকারের আছে । এই রুহানী (আধ্যাত্মিক) যাত্রা হলো একটিই । এ হলো রাজত্ব লাভের যাত্রা । এই যে লক্ষ্মী - নারায়ণের চিত্র সামনে আছে, দুনিয়ার মানুষ থোড়াই জানে যে, এনারা এই রাজযোগের যাত্রা করে এই পদ পেয়েছিলেন । তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এনারা এই প্রালব্ধ কিভাবে পেয়েছিলেন । উপর থেকে কোনো নতুন আত্মা তো আসে নি যাঁদের ভগবান এই রাজত্ব দিয়েছিলেন । তা নয় । এনাদের পুরানো থেকে নতুন করা হয়েছে, যাকে বলা হয় রিজুবিনেট (পুনর্নবীকরণ) অর্থাৎ কায়া কল্পতরু বলা হয় । তো বাবা এখন বসে বোঝাচ্ছেন যে এনারা রুহানী যাত্রা করেছিলেন । রাজযোগ বলের যাত্রায় এনারা এমন হয়েছেন । বাবা রাজযোগ আর জ্ঞান শেখাতে আসেন তাই এখন তোমাদের যাত্রা চলছে । তোমরা বসে থেকে বা চলতে - ফিরতে, উঠতে - বসতে

যাত্রায় আছো । তোমরা কেবল বুদ্ধির দ্বারা বাবাকে স্মরণ করো । তোমরা এই স্মরণের দৌড় লাগাও আর তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হয় । যত তাড়াতাড়ি তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে তত তাড়াতাড়ি তোমরা বাবার গলার হার হতে পারবে । তোমরা এখন ওই চার ধামের যাত্রা করো না । ওইসব ভক্তিমার্গে শরীরের দ্বারা তীর্থে যায়, ঘরে ফিরে এসে আবার বিকর্মী হয়ে যায় । যত সময় যাত্রায় থাকে তত সময় নির্বিকারী থাকে । আজকাল তো হরিদ্বারে গিয়ে দেখো পান্ডারা খুব নোংরা থাকে । মানুষ যখন যাত্রায় যায় তখন পবিত্র থাকে আর সেখানকার পান্ডারা অপবিত্র থাকে । তোমাদের যাত্রা কতো স্বচ্ছ । কোনোরকম ধাক্কা খেতে হয় না । বাবা বলেন, প্রিয় বাচ্চারা, উঠতে – বসতে, চলতে ফিরতে কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো । ইনি আত্মাদের সঙ্গেই কথা বলছেন । আত্মা এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সব শোনে । আত্মা মুখ দিয়ে বলে, চোখ দিয়ে দেখে । আত্মা এই চোখের দ্বারা দেখা যায় না, না পরমাত্মাকে দেখা যায় । এই দুইকেই দিব্যদৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না । অনুভব করা যায়, তখনই তো বলে, আমার মধ্যে আত্মা আছে । আমার আত্মা দুঃখী । আমার আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করবে । আত্মা তো কথা বলে । পরমাত্মাও আত্মার সঙ্গে কথা বলে – হে প্রিয় বাচ্চা, আত্মারা, এখন তোমাদের আমার কাছে আসতে হবে । আমি তোমাদের যাত্রা করা শেখাই । তোমরা পবিত্রতা ছাড়া আমার কাছে আসতে পারো না । আত্মা হলো পবিত্র । প্রথম – প্রথম আত্মা সতোপ্রধান থাকে, তারপর সতো, রজো আর তমোগুণী হয় । শরীরও সতো, রজো আর তমো হয় । সতোপ্রধানকে গোরা আর তমোপ্রধানকে কালো বলা হয় । এ কতো বোঝার কথা । তোমরা জানো যে, আত্মা আর পরমাত্মা বহুকাল আলাদা রয়েছে .....এখন আবার এসে মিলিত হয়েছে । মানুষ, মানুষের সাথে মিলিত হবে । আত্মা, আত্মার সাথে মিলিত হবে । পরমাত্মাও তাদের সঙ্গে মিলবে । আত্মা আর পরমাত্মা এই দুইয়ের সাক্ষাৎকার দিব্য দৃষ্টির সাহায্যে হয় কেননা তিনি অতি সূক্ষ্ম তারার মতো । এখন এমন কোনো সায়েন্টিস্ট নেই, যে বলতে পারে আত্মা কিভাবে প্রবেশ করে । এই কথা তারা কিছুই জানে না । আমাদের অতি প্রিয় হলেন বাবা । ভক্তিমার্গে অর্ধেক কল্প ভক্তরা ভগবানকে স্মরণ করে । এমন নয় যে সবাই ভগবান । সবাই যদি ভগবান হবে তাহলে ভক্তরা আরাধনা! বন্দনা, সাধনা কেন করেন, কি কারণে করেন ? সকলেই মুক্তি বা জীবনমুক্তি চায়, কেননা এখানে সকলেই দুঃখী, তারা চায় শান্তি হোক । কিন্তু বেচারা দুঃখীরা জানে না যে শান্তিধাম কাকে বলা হয়, মুক্তি কোথায় হয় । এও তারা জানে না । বলার জন্য বলে দেয় যে পার নির্বাণে গেছে । কেউই জানে না ।

এখন তোমরা বাচ্চারা যাত্রায় আছো । বাবা বলেন যে, বাচ্চারা খুব সাবধানে চলতে হবে । তুফান তো অনেক আসবে । তোমরা বাবাকে স্মরণ করার চেষ্টা করবে কিন্তু মায়া সেই বুদ্ধি যোগ ছিন্ন করে দেবে । তখন সেই অবস্থা ঠান্ডা হয়ে যায় । খুশীর পারদ নেমে যায় । না হলে খুশীর পারদ তো স্থায়ী থাকা চাই । এই চোখে যদি সেই রাজত্ব দেখো তাহলে খুশী কায়েম থাকে । এখানে তোমরা বুদ্ধি যোগের দ্বারা জানো যে রাজত্ব পাওয়া যায় । এই রাজপদের জন্যই আমরা পড়ছি । এই খোলা চোখে দেখতে পাও না তাই মায়া তোমাদের প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয় । বাবা বলেন যে, গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল ফুলের সমান থাকো । পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর সবকিছুর সঙ্গে মমত্ব ছিন্ন করো । এক বাবাকে স্মরণ করো । প্রথমে তোমাদের বাবার কাছে যেতে হবে তারপর নতুন দুনিয়ায় আসতে হবে । বাবা আর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো তারপর যখন তোমরা এখানে আসবে, সে হবে প্রালব্ধ । তখন তাঁকে আর স্মরণ করবে না । এখন তোমরা পুরুষার্থ করছো ভবিষ্যতের প্রালব্ধ পাওয়ার জন্য । এখানে মানুষ পুরুষার্থ করে জীবিকার জন্য । আমরা ভবিষ্যতের জীবিকার জন্য পুরুষার্থ করছি ।

গৃহস্থ জীবনে থাকতে হবে আবার এই কোর্সও করতে হবে । এই জ্ঞানকে ধারণ করতে হবে, তারপর তোমাদের আর পুরুষার্থ করতে হবে না । ওখানে তোমরা পুরুষার্থ করো না, প্রালব্ধ ভোগ করো । তোমরা জানো যে আমরা ভবিষ্যৎ বানাচ্ছি ওখানে প্রালব্ধ ভোগ করবো । ওখানে স্মরণ থাকবে না যে আমরা প্রালব্ধ ভোগ করছি । তাহলে তো পুরুষার্থও স্মরণে আসবে । পুরুষার্থ আর প্রালব্ধ দুইই ভুলে যায় । প্রালব্ধ ভোগ করতে থাকে, অতীতের কোনো কথাই মনে থাকে না । এখন তোমরা তোমাদের অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে জানো, আর কোনো মানুষই নেই যারা অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে জানতে পারে । একেই বলা হয় ত্রিকালদর্শী ।

বাবা রুহানী যাত্রা আর শরীরের যাত্রার কন্ট্রাস্টও খুব ভালো করে বুঝিয়েছেন । শরীরের যাত্রা জন্ম - জন্মান্তর করে এসেছো, এই রুহানী যাত্রা হলো এক জন্মের । স্বর্গে যাবে তারপর ফিরে আর এই মৃত্যুলোকে আসবে না । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সতোপ্রধান সন্ন্যাসের দ্বারা আত্মা এবং শরীর উভয়কেই পবিত্র বানাতে হবে । পুরানো দুনিয়া আর পুরানো শরীরের মমত্ব ত্যাগ করতে হবে ।

২) ত্রিকালদর্শী হয়ে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে বুদ্ধিতে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে । এই জ্ঞান ধারণ করে স্থায়ী খুশীতে থাকতে হবে ।

বরদান :- নিজের চেহারা রূপী দর্পণের দ্বারা মনের শক্তির সাক্ষাৎকার করিয়ে যোগী আত্মা হও

যা মনে চলতে থাকে তার ঝলক ললাটে অবশ্যই আসে । এমন মনে করো না যে মনে তো আমাদের অনেককিছুই আছে । কিন্তু মনের শক্তির দর্পণ হলো চেহারা বা মুখ । যতই তুমি বলো যে, আমার যোগ তো খুব সুন্দর, আমি সদা খুশীতে নাচতে থাকি, কিন্তু উদাস চেহারা দেখলে কেউ মানবে না । "পেয়ে গেছি" এই খুশীর ঔজ্জ্বল্য যেন চেহারায় দেখা যায় । শুকনো মুখ নয়, চেহারায় খুশী দেখা গেলেই বলা হবে -- "যোগী তু আত্মা" ।

স্লোগান :-- -যখন সরল স্বভাব, সরল বাণী এবং সরলতা সম্পন্ন কর্ম হবে, তখনই বাবার নাম উজ্জ্বল করতে পারবে ।